R. N. No. 2532/57

Regd. No. WB/MSD—4

টেলিফোন : ৩৪-৯৫৫২
রিপ্রোডাকশন সিন্ডিকেট
ঝকঝকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

এম বি পাম্পসেট
চাষীভাইদের স্বপ্নকে সার্থক করে তোলে।
পরিবেশক :—
এস, কে, রায়
হার্ডওয়ার ষ্টোর্স
রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ
ফোন নং—৪

৬৪শ বর্ষ. ৪২শ সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ, ১৭ই ফাল্গুন, বুধবার, ১৩৮৪ সাল। ১লা মারচ, ১৯৭৮ সাল।

নগদ মূল্য : ১৫ পয়সা
বার্ষিক ৭৲, সডাক ৮৲

অধ্যাপককে গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে ধর্মঘট, ঘেরাও, বিক্ষোভ

অরঙ্গাবাদ, ১ মারচ—চুরি, ছিনতাই, প্রহার প্রভৃতির অভিযোগে অরঙ্গাবাদ ডি এন কলেজের অধ্যাপক তপন চৌধুরীকে গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে গতকাল এবং আজ অরঙ্গাবাদ শহর প্রতিবাদমুখর হয়ে ওঠে। তপনবাবুকে গ্রেপ্তার করা হয় ২৭ ফেব্রুয়ারী। 'সাজানো মামলা'য় তাঁকে গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে গতকাল শহরের স্কুল-কলেজে ধর্মঘট পালন করা হয়। সুতী থানার ভারপ্রাপ্ত পুলিশ অফিসারের অপসারণ এবং শাস্তি ও মামলা প্রত্যাহারের দাবিতে অধ্যাপক, ছাত্র, বাজার কমিটি, বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও সংগঠন মিলে গঠিত এ্যাকসন কমিটি সুতী থানার সামনে ১০ ঘণ্টা অবস্থান করেন। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, অবস্থান ছিল শান্তিপূর্ণ। জঙ্গিপুর মহকুমা শাসক, মহকুমা কারা আরক্ষাধ্যক্ষ এবং অন্যান্য অফিসার থানায় উপস্থিত হয়ে চারদিনের মধ্যে তদন্তের প্রতিশ্রুতি দেওয়ার পর অবস্থান তুলে নেওয়া হয়। জানানো হয়, প্রশাসন প্রতিশ্রুতি পালনে ব্যর্থ হলে এ্যাকসন কমিটি বৃহত্তর আন্দোলনের সামিল হবেন। তপনবাবুকে গ্রেপ্তারের দায় সি পি এম দলের ঘাড়ে চাপানোর চেষ্টার প্রতিবাদে আজ দলের পক্ষ থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের করা হয় এবং ও সির অপসারণের দাবিতে সুতী থানা ঘেরাও করা হয়।

ভূমিহীনদের প্রতারণার অভিযোগ

নিজস্ব সংবাদদাতা, ১ মারচ—জঙ্গিপুর মহকুমায় ভূমিহীনদের ভূমিবণ্টন কর্মযজ্ঞে তথাকথিত কিছু আমলার বিরুদ্ধে স্বেচ্ছাচারী ও দুর্নীতিমূলক কর্মকাণ্ডের গুরুতর অভিযোগ সম্পর্কে তদন্তের দাবি উঠেছে। অভিযোগ, ভূমিবণ্টনের নামে ভূমিবণ্টন সংক্রান্ত অফিসগুলোতে অবাধে দুর্নীতি চালানো হয়েছে, পাট্টা বণ্টনে 'উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে' চেপেছে। ফলে বহু ভূমিহীন পাট্টা পেয়েও জমির অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। রঘুনাথগঞ্জ ১নং জে এল আর ও অফিসের বিরুদ্ধে ঘোড়শালা গ্রামের দশজন ভূমিহীন তাঁদের সঙ্গে প্রতারণার অভিযোগ এনেছেন। অভিযোগে বলা হয়েছে, ১৯৭৫ সালে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশংকর রায় তাঁদের পাট্টা বিলি করেন। কিন্তু পাট্টা পাওয়ার পর আজ পর্যন্ত তাঁরা তাঁদের জমির হদিশ পাননি। বার বার এ নিয়ে তাঁরা স্থানীয় জে এল আর ও-র কাছে দরবার করেও কোন সুষ্ঠু বিচার পাননি বলে অভিযোগ করা হয়েছে। অভিযোগকারীদের মধ্যে গ্রামের ভবেশ মাঝি, ভাতুন মাঝি, শচীন মাঝি, নাকফুর মাঝি, শান্তি কুনাই, রবি মাঝি প্রভৃতিরা রয়েছে।

সমবায় আন্দোলনে গ্রামীণ ব্যাঙ্কের ভূমিকা

বিশেষ প্রতিনিধি : গ্রামাঞ্চলে সমবায় আন্দোলনের মাধ্যমে গ্রামীণ অর্থনীতিকে চাঙ্গা করার কাজে গৌড় গ্রামীণ ব্যাঙ্কের জঙ্গিপুর শাখা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছে। ব্রাঞ্চ ম্যানেজার কালীপ্রসাদ সেনগুপ্ত সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন, জঙ্গিপুরে শাখা খোলার সময় বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল ৫৬,৯০০ টাকা। সেটা বেড়ে এখন দাঁড়িয়েছে ৮,৩৮,৪২৯ টাকা। রঘুনাথগঞ্জ থানা এলাকায় ১৩টি সমবায় সমিতির মধ্যে ১০টি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। এই ব্যাঙ্ক ৯টি সমিতি পুনর্গঠন করে চালু করেছে। ব্যাঙ্কের আওতায় ১০টি সমিতি থাকবে কৃষিভিত্তিক। জানুয়ারী পর্যন্ত ঋণ দেওয়া হয়েছে প্রায় ৯ লক্ষ টাকা। স্বল্পমেয়াদী ৬,২০,৪০৪ টাকা এবং মধ্যমেয়াদী ১,৯৮,৪২৫ টাকা। ঋণ দেওয়া হয়েছে কৃষি ও ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্পে এবং কুমোর, কামার, মুচি, মৃৎশিল্পী, তাঁতি প্রভৃতি অনুন্নত সম্প্রদায়ের মধ্যে। ধান উৎপাদনের

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ভরতুকির টাকা বাকি

মিরজাপুর, ১ মারচ—মিরজাপুর দ্বিজপদ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় ছাত্র ক্রেতা বিপণন সমিতি গড়ে উঠেছে প্রায় তিন বছর আগে। অথচ সরকারী ভরতুকির টাকা সংশ্লিষ্ট বিপণন সমিতি এখনও পাননি। সমিতির ভারপ্রাপ্ত শিক্ষকের কাছ থেকে জানা যায়, অংশ খরিদকারী প্রতি ছাত্রের জন্য রাজ্য সরকার সাড়ে সাত টাকা ভরতুকি দিতে চেয়েছিলেন। সেই অনুসারে এই সমিতির ২৫০০ টাকা সরকারী অনুদান প্রাপ্য। কিন্তু দু'বছর ধরে বিভিন্ন অজুহাতে (যেমন বণ্ড যথাযথ

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

মহকুমা তথ্য কেন্দ্র

নিজস্ব সংবাদদাতা : রাজ্য সরকার জঙ্গিপুর মহকুমা তথ্য ও জনসংযোগ দপ্তরে মহকুমা তথ্য কেন্দ্র অনুমোদন করেছেন। ৩ হাজার টাকা আসবাবপত্র এবং ২ হাজার টাকা বই কেনার জন্য মঞ্জুর করা হয়েছে। প্রতি বুধবার এবং সরকারী ছুটির দিন বাদে রবিবারসহ প্রতিদিন বেলা একটা থেকে রাত্রি আটটা পর্যন্ত জনসাধারণ এই কেন্দ্রে বই এবং পত্রপত্রিকা পড়ার সুযোগ পাবেন। কেন্দ্রটি শিগ্‌গির চালু হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

চরে ১৪৪ ধারা

ধুলিয়ান, ২৮ ফেব্রুয়ারী—সামসেরগঞ্জ ব্লকের শিবপুর চর এলাকায় জমি জবরদখলের অভিযোগের ভিত্তিতে শান্তিভঙ্গের আশঙ্কায় গতকাল থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছে। আজ এ খবর দিয়ে জঙ্গিপুরের ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট শান্তিগোপাল দত্ত জানান, যে সমস্ত জমি জবরদখল করা হয়েছে বলে অভিযোগ করা হচ্ছে সেগুলি আদৌ ব্যক্তিমালিকানায় কি না অথবা খাস তা

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ফরাক্কায় পাপ ব্যবসা

ফরাক্কা, ২৮ ফেব্রুয়ারী—নিউ ফরাক্কায় বাসষ্ট্যাণ্ড ও রেলসেতুর মাঝামাঝি জায়গায় পাপ ব্যবসা মাথা চাড়া দিয়েছে। এক শ্রেণীর লরিচালক ও কিছু ভদ্রসন্তান স্থানীয় এবং বাইরের কিছু যুবতীর সঙ্গে এই ব্যবসায়ে লিপ্ত বলে অভিযোগ। প্রকাশ, সন্ধ্যার পর থেকে শুরু হয় এই কারবার, চলে গভীর রাত পর্যন্ত। লরিচালকরা হোটেলের সামনে লরি নামিয়ে বারবণিতাদের সঙ্গিনী করে মিলিয়ে যায় রাতের আঁধারে। বাঁধ উপনগরী থেকে কিছু ভদ্রসন্তানও যোগ দেয় ফুর্তির আসরে।

স্কুলে স্কুলে ঠাণ্ডা লড়াই

জঙ্গিপুর, ১ মারচ—একই স্কুলের মধ্যে দুটি স্কুল থাকায় স্কুলে স্কুলে ঠাণ্ডা লড়াই বেশ জমে উঠেছে। খবরে প্রকাশ, রঘুনাথগঞ্জ ২নং ব্লকের গিরিয়া স্কুলের জায়গা না থাকায় মিঠিপুর স্কুলে এসে একসঙ্গে স্কুল চালাবার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। দুই স্কুলের পরিচালকমণ্ডলী যৌথভাবে সেই প্রস্তাবে রাজি হন এবং দুটি স্কুল মিলিয়ে গিরিয়া-মিঠিপুর প্রস্তাবিত হাই স্কুল নামে স্কুল

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৭ই ফাল্গুন বুধবার, সন ১৩৮৪ সাল

প্রশংসনীয় উদ্যোগ

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে রক্ষা করিবার জন্য এক বিবৃতি প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—'ভারতের সাংস্কৃতিক জীবনে পশ্চিমবঙ্গের এক বিশিষ্ট ভূমিকা রয়েছে। ……কিন্তু দেশের মুষ্টিমেয় কায়েমী স্বার্থ যেমন অর্থ-নৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রগতিকে অবরুদ্ধ করতে চাইছেন, তেমনই সাংস্কৃতিক জগতকেও তাঁরা এক বিষাক্ত আবহাওয়ায় ভরিয়ে তুলতে চাইছেন। ……কোন দায়িত্বশীল সরকার সাংস্কৃতিক জগতের এই বিষাক্ত আবহাওয়া সম্পর্কে উদাসীন থাকতে পারে না। আমরা পশ্চিমবাংলার শিল্প ও সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত সমস্ত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের কাছে এবং এই রাজ্যের সচেতন গণতান্ত্রিক ও প্রগতিমুখী জনসাধারণের কাছে আবেদন জানাই—আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে রক্ষা করুন এবং সংস্কৃতির নামে এই সমাজবিরোধী প্রবণতাগুলিকে প্রতিহত করার জন্য উদ্যোগী হোন।'

মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী খুব সময়োচিত কথা বলিয়াছেন। অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা ইদানীং যে রকম পরিলক্ষিত হইতেছে, ইতিপূর্বে ব্যাপকভাবে এই প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয় নাই। বরং স্বাধীনতা লাভের পর ত্রিশ বৎসরের মধ্যে অপসংস্কৃতির কোপে পড়িয়া আমাদের যুবসমাজের বৃহত্তর অংশ উচ্ছন্নে গিয়াছে। অশ্লীল পুস্তক এবং যৌন আবেদনপূর্ণ চলচ্চিত্রের প্রতি সেই বিরাট অংশের ঝোঁক কোনমতেই সুস্থ সমাজ গঠনের পক্ষে সহায়ক হইতে পারে না। সুখের বিষয় পশ্চিমবঙ্গে কিছু কিছু স্থানের মত আমাদের এই মহকুমাতেও অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে জোরালো প্রতিবাদ স্বরূপ একটি শুভ প্রচেষ্টার অঙ্কুরোদ্গম হইয়াছে।

আমরা জঙ্গিপুর মহকুমা সংস্কৃতি পরিষদের কথা বলিতেছি। বহুমুখী উদ্দেশ্য লইয়া আগামী ১৮, ১৯, ২০ মারচ মহকুমা শহর রঘুনাথগঞ্জে, সংস্কৃতি পরিষদের উদ্যোগে একটি মেলা অনুষ্ঠিত হইতে চলিয়াছে। উদ্দেশ্যের মধ্যে রহিয়াছে জঙ্গিপুর মহকুমার শিল্প সমস্যা ও সম্ভাবনা বিষয়ে আলোচনা, ঐতিহাসিক এবং প্রত্নতাত্ত্বিক বিষয়ে ব্যাপক অনুসন্ধানের সম্ভাবনা এবং তাহার পরিচিতি দান, স্থানীয় লোকশিল্পী এবং লোকসঙ্গীতের প্রচার, ফরাক্কা বাঁধ পরিকল্পনা সম্পর্কে আলোচনা, বিভিন্ন ধরনের প্রতিযোগিতা সর্বোপরি অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে মতামত গঠন করা। এত বড় কর্মযজ্ঞ জঙ্গিপুর মহকুমায় এই প্রথম। কাজেই এই পরিষদ ধন্যবাদার্হ।

জঙ্গিপুর মহকুমায় এই ধরনের প্রচেষ্টা বহু পূর্ব হইতেই অপরিহার্য ছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় এতদিন তাহা পরিলক্ষিত হয় নাই। কি নাই এই মহকুমায়? এখানকার প্রকৃতি ও জলবায়ু দুই প্রকারের—রাঢ় ও বাগড়ী। লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন ধারা সংশ্লিষ্ট দুই এলাকায় প্রচলিত। এক দিকে সাগরদীঘির মত পুরাতত্ত্ব এবং আদিবাসী অধ্যুষিত উপেক্ষিত স্থান অপর দিকে বিড়িশিল্প, রেশম ও পশমশিল্পের মত অর্থকরী শিল্প অবহেলিত। সম্ভাবনা সত্ত্বেও নূতন শিল্প স্থাপনের উদ্যোগ চোখে পড়ে না। সাগরদীঘি এলাকার মাটির নীচে কোন ইতিহাস লুকাইয়া আছে কে জানে! অথচ তাহা উদ্ধারের কোন প্রচেষ্টাই সরকারীভাবে গৃহীত হয় নাই। ঠিক এই পরিস্থিতিতে মহকুমা সংস্কৃতি পরিষদের উদ্যোগ প্রশংসনীয়।

চিঠি-পত্র

(মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব)

মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আবেদন

গভীর উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করেছি যে, ১৯৭৭ সালের আগষ্ট মাসের এক সার্কুলারে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ সংবাদপত্র প্রতিনিধিদের কাছে বিভাগীয় ইঞ্জিনীয়র এবং অফিসারদের মুখ খুলতে বারণ করেছেন। অর্থাৎ কোন তথ্য জানাতে নিষেধ করেছেন। সংবাদপত্রগুলির কিছু জানার থাকলে সরাসরি পর্ষদের জনসংযোগ আধিকরিকের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে বলে ওই সার্কুলারে উল্লেখ করা হয়েছে। বিদ্যুৎ পর্ষদের এই নির্দেশের ফলে মফঃস্বলে বিদ্যুৎ সংক্রান্ত সংবাদ সংগ্রহ এবং সরবরাহ একরকম অসম্ভব হয়ে পড়েছে। সরাসরি পর্ষদ থেকে সংবাদ সংগ্রহ সময় এবং ব্যয়সাপেক্ষ। অথচ বর্তমান বিদ্যুৎ সঙ্কটের পরিপ্রেক্ষিতে মফঃস্বলের সংবাদপত্রগুলিতে দ্রুত সংবাদ পরিবেশনের প্রয়োজন অপরিহার্য। বর্তমান বিদ্যুৎ সঙ্কট ভয়াবহ। সমস্যা সমাধানে সকলের সহযোগিতা প্রয়োজন। ঠিক এই অবস্থায় সহযোগিতার হাত সঙ্কুচিত করে রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ যা করলেন তা শুধু গণতান্ত্রিক অধিকার খর্বের সঙ্গেই তুলনীয়। শুধু তাই নয়, এই ব্যবস্থা বিগত জরুরী অবস্থার অন্ধকার দিনগুলির কথা মনে করিয়ে দেয়। পর্ষদ দিনের পর দিন মানুষকে অন্ধকারে রেখে এখন আবার মানসিক দিক দিয়েও অন্ধকারে রাখতে উদ্যত হয়েছেন। ১৯৭৭ সালের ভারতবর্ষে যখন গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে ঠিক তখনই পর্ষদ বিভাগীয় ইঞ্জিনীয়র এবং অফিসারদের মুখ বন্ধ করে দিয়ে পরোক্ষভাবে সংবাদপত্রগুলিকে যে অসুবিধার মধ্যে ফেলেছেন তা অত্যন্ত বেদনাদায়ক। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু বিদ্যুৎ বিভাগেরও ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী এবং গণতন্ত্রে বিশ্বাসী। বিদ্যুৎ পর্ষদের ওই সারকুলার বাতিলের জন্য তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। —সত্যনারায়ণ ভকত, সহ-সম্পাদক, মুর্শিদাবাদ জেলা সাংবাদিক সংঘ।

'দিনের শেষে ঘুমের দেশে'

মানিক চট্টোপাধ্যায়

শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী প্রচারের জন্য যেমন স্বামী বিবেকানন্দের প্রয়োজন ছিল, ঠিক তেমনি রবীন্দ্রনাথের গান সর্বস্তরে পৌঁছে দেবার জন্য প্রয়োজন ছিল পঙ্কজকুমার মল্লিকের।

সঙ্গীত জগতে পঙ্কজকুমার মল্লিকের প্রবেশের পূর্বে রবীন্দ্রসঙ্গীত সীমিত ছিল ব্রাহ্ম সমাজের গণ্ডীর মধ্যে। পঙ্কজকুমার ভগীরথের মত বয়ে আনলেন রবীন্দ্র রসের সুরধনীকে মানুষের মানসলোকে। রবীন্দ্রসঙ্গীতের সেই রেশ ছড়িয়ে দিলেন সর্বস্তরে—শহর থেকে জনপদে এবং জনগণের মনের আনাচে কানাচে।

শিল্পীর পাঠ শুরু হয় মার্গসঙ্গীত দিয়ে—দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছ থেকে। তারপর ঠাকুর পরিবারের দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সান্নিধ্যে আসেন। তখন থেকেই শুরু হয় শিল্পীর রবীন্দ্রসঙ্গীত শিক্ষার জীবন। রবীন্দ্রনাথের স্নেহধন্য শিল্পীর চিত্তে তখন রবীন্দ্রসঙ্গীতের জোয়ার। তার উচ্ছ্বাস সঙ্গীতের ধারায় ধারায় উৎসারিত।

মার্গসঙ্গীত দিয়ে শিল্পীর সঙ্গীতের বনিয়াদ সৃষ্ট হয়েছিল। তাই তিনি রবীন্দ্রসঙ্গীত ছাড়াও ভজন, গজল, গীত প্রভৃতি গান পরিবেশন করে রসিকজনকে আনন্দ দিয়েছিলেন। তিনি ছায়াছবির প্রথম যুগে ছায়াছবিতে অভিনয়ও করেছেন এবং গানও গেয়েছেন। অসংখ্য ছায়াছবিতে সঙ্গীত পরিচালনা করে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন তিনি। 'সঙ্গীত শিক্ষার আসর' তাঁরই সৃষ্টি। পুণ্য মহালয়ার ব্রাহ্মমুহূর্তে তাঁর সেই 'মহিষাসুরমর্দ্দিনী'র সুরজাল এখনও জনচিত্তে মোহাবেশ সৃষ্টি করে।

এই মহান শিল্পীর মহাপ্রয়াণে সঙ্গীত জগতের যুগান্তর ঘটল। তাঁর স্মৃতিচারণে এ যুগের নামী শিল্পীরা তাঁকে 'আধুনিক বাংলা গানের জনক' (Father of modern music) বলেছেন। প্রকৃতপক্ষে, বর্ত্তমান বাংলা গানের বিভিন্ন ধারায় ছড়িয়ে রয়েছে পঙ্কজকুমার মল্লিকের অকৃপণ দানের স্পর্শ। আর রবীন্দ্রসঙ্গীতের অসামান্য জনপ্রিয়তার মূলে শিল্পীর যে অবদান তা অপরিমেয়।

দিনের আলো ফুরিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শিল্পী 'দিনের শেষের শেষখেয়ায়' চলে গেলেন এক অমর সুরলোকে। তাঁর পায়ের চিহ্ন এই বাটে স্পষ্ট না হয়ে থাকলেও তিনি বেঁচে থাকবেন অগণিত সঙ্গীত পিপাসুদের মধ্যে এবং তাদের হৃদয়বাটে থাকবে তাঁর পদচিহ্ন মুদ্রিত।

গণ কনভেনশন

রঘুনাথগঞ্জ, ২৮ ফেব্রুয়ারী—জঙ্গিপুর মহকুমার অন্তর্গত বিভিন্ন গণসংগঠনের পক্ষ থেকে 'সুষ্ঠু ও পরিচ্ছন্ন' প্রশাসনের দাবীতে ২৬ ফেব্রুয়ারী রঘুনাথগঞ্জ হাই স্কুলে একটি গণকনভেনশনের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠিত কনভেনশনে উপস্থিত বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিনিধিদের পক্ষ থেকে জনবিরোধী, দুর্নীতিগ্রস্ত প্রশাসনকে জনমুখী করে তুলে সাধারণ মানুষের স্বার্থরক্ষায় বামফ্রন্ট সরকারের কর্মসূচীগুলিকে সাফল্যমণ্ডিত করার উপর জোর দেওয়া হয়। প্রশাসনিক দায়িত্ব প্রতিপালনে, সরকারী কাজে ক্ষিপ্রতা সৃষ্টিতে ও কাজকর্মের মানউন্নয়নে এবং দীর্ঘদিনের পুঞ্জীভূত

(৫ম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

সংস্কৃতি মেলা

নিজস্ব সংবাদদাতা: প্রস্তাবিত জঙ্গিপুর মহকুমা সংস্কৃতি মেলা আগামী ১৮, ১৯ ও ২০ মারচ রঘুনাথগঞ্জ শহরে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। এই উপলক্ষে একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করা হচ্ছে। বিভিন্ন বিষয়ে প্রতিযোগিতাগুলি হচ্ছে ১৩, ১৪ ও ১৫ মারচ। মেলায় কবি, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, চিত্রশিল্পী প্রভৃতি গুণীজনের সমাবেশ ঘটছে বলে জানানো হয়েছে।

এমারজেনসী রিলিফ

রঘুনাথগঞ্জ, ১ মারচ—আজ থেকে লুথারান ওয়ারলড সারভিসের এমারজেনসী রিলিফ (ফিডিং এবং কাজের বিনিময়ে খাদ্য) এর কাজ শুরু হয়েছে রঘুনাথগঞ্জ ১ সুতী ১ ও ২নং ব্লকে। আজ দুটি খাদ্য বিতরণ কেন্দ্র খোলা হয়েছে। আরো তিনটি কেন্দ্র শিগগির খোলা হবে। প্রতিটি কেন্দ্র থেকে ২০০ জনকে মাথাপিছু ১৫০ গ্রাম রুটি, ৫০ গ্রাম গুড় এবং ৩টি করে বিদেশী ক্যানফিস দেওয়া হবে। এ খবর দিয়েছেন এরিয়া সুপারভাইজার শ্রীসমাদ্দার ও সুপারভাইজার ইন-চারজ শ্রীকোলে।

প্রেমের পরিণতি

রঘুনাথগঞ্জ, ২৫ ফেব্রুয়ারী—গত শনিবার এই থানার পুকুরকোনা গ্রামের কাছে ভৈরবটোলার একজন আর একজনের লোহার রডের আঘাতে আহত হয়েছেন। জানা গিয়েছে, ওঁরা একে অপরের বন্ধু। দু'জনেই প্রেমাসক্ত হন এক নারীর প্রতি কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেই প্রেমকে কেন্দ্র করে এক বন্ধু অপর বন্ধুর প্রতি হিংস্র হয়ে ওঠেন। এবং তারই পরিণতি হিসেবে ঘটনাটি ঘটে বলে প্রকাশ।

দুর্নীতির অভিযোগ

সাগরদীঘি, ২৮ ফেব্রুয়ারী—মনিগ্রাম অঞ্চলের খিদবার পাড় থেকে দোগাছি পর্যন্ত রাস্তায় টপ ড্রেসিং-এর জন্য কাজের বিনিময়ে খাদ্য প্রকল্পে এই ব্লক থেকে গম ও টাকা দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু বাস্তবে কোন কাজ হতে না দেখে গ্রামবাসীদের মনে সন্দেহের উদ্রেক হয়েছে। শোনা যাচ্ছে ওই গম ব্যক্তিবিশেষের জমির ধান কাটার মজুরি হিসেবে দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়াও কিছু দুর্নীতির অভিযোগ হয়েছে বলে খবর।

খেলার খবর

নিজস্ব সংবাদদাতা: রঘুনাথগঞ্জ ২নং ব্লকের জোতকমল মাঠে এই প্রথম আন্তঃ ব্লক কর্মচারীদের দৌড়-ঝাঁপ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হল গত ২৬ ফেব্রুয়ারী। মহকুমার সাতটি ব্লক এই প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে। ৩৮ পয়েন্ট পেয়ে চ্যামপিয়ন হয় সাগরদীঘি ব্লক।

একই দিনে রঘুনাথগঞ্জ ম্যাকেনজি পারক ময়দানে অনুষ্ঠিত জাতীয় সড়ক-ভুক্তি নং ৬এর কর্মীদের দ্বিতীয় বার্ষিকী ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় চ্যামপিয়নশিপ লাভ করেন হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়।

২৭ ফেব্রুয়ারী রঘুনাথগঞ্জ ম্যাকেনজি পারক সংলগ্ন জঙ্গিপুর স্কুল ময়দানে জঙ্গিপুর কলেজের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধন করেন মহকুমা শাসক মীরা পাণ্ডে। ছেলেদের বিভাগে ৩ জন ছাত্র এবং মেয়েদের বিভাগে ২ জন ছাত্রী চ্যামপিয়ন হন।

স্বাস্থ্যকেন্দ্রের স্থায়িত্ব অনিশ্চিত

মিরজাপুর, ১ মারচ—রঘুনাথগঞ্জ ১নং ব্লকের মিরজাপুর অঞ্চলে ধলোর কাছে যে পরিপূরক স্বাস্থ্যকেন্দ্রটি তৈরীর কাজ চলছে, তার স্থায়িত্ব সম্পর্কে এলাকার জনসাধারণের মনে সন্দেহ দেখা দিয়েছে। স্বাস্থ্যকেন্দ্রের নতুন তৈরী ঘরগুলি ইতিমধ্যেই ফেটে চৌচির, দেওয়ালের চুন-বালি ঝরে পড়ছে। ঠিকাদারকে এ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি নিজেকে 'নদীয়ার মাল' এবং একটি বিশেষ 'রাজনৈতিক দলের লোক' বলে পরিচয় দেন। কর্তৃপক্ষ দৃষ্টি না দিলে 'গৌরী সেনের টাকা'র শ্রাদ্ধ হবে বলে জনসাধারণ মনে করছেন।

নির্বাচন স্থগিত

অরঙ্গাবাদ, ২৮ ফেব্রুয়ারী—গত ১৯ ফেব্রুয়ারী নিমতিতা জি ডি ইনসটিটিউসনের কার্যকরী সমিতির নির্বাচন অনুষ্ঠানের কথা ছিল। জঙ্গিপুর আদালত থেকে অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা জারি হওয়ার ফলে তা হতে পারেনি। অনির্দিষ্টকালের জন্য এই নির্বাচন স্থগিত রাখা হয়েছে।

ধর্মীয় সভা: ২২ ফেব্রুয়ারী ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের অরঙ্গাবাদ হিন্দু মিলন মন্দিরে আচার্য শ্রীমৎ স্বামী প্রণবানন্দজী মহারাজের পবিত্র জন্মতিথি আনুষ্ঠানিক ভাবে পালিত হয়।

কৃষি সংবাদ

আমের ফলন বাড়ান

সময়মত শোষক পোকা দমন করুন

শোষক পোকা আমের মুকুলের রস চুষে খায়, ফলে ফুল শুকিয়ে পড়ে যায় এবং গুটি কম ধরে ও ঝরে পড়ে। তাই মুকুল আসার সময় (কুঁড়ি অবস্থায় একবার ও এর ১৫ দিন পরে (গুটি ধরার পরে) আর একবার নীচের যে কোন একটি ওষুধ সঠিক পরিমাণে জলে গুলে গাছে স্প্রে করুন।

ওষুধের নাম	***প্রতি দশ লিটার জলে ওষুধের পরিমাণ***
সেভিন—৫০	২৫ গ্রাম
ডি ডি টি—৫০	৪০ গ্রাম
ডিমেক্রন—১০০	৫ মিলিলিটার
থায়োডান—৩৫	২০ মিলিলিটার
ম্যালাথিয়ান বা সাইথিয়ান—৫০	২০ মিলিলিটার

সাধারণতঃ কলমের গাছে ১০ থেকে ২০ লিটার এবং আঁটির গাছে ২০ থেকে ৪০ লিটার ওষুধ মেশান জল লাগে। গাছের বাড় অনুযায়ী ওষুধ মেশানো জলের পরিমাণ ঠিক করুন।

বিস্তারিত জানতে হলে আপনার এলাকার কৃষি সম্প্রসারণ কর্মীর সাথে যোগাযোগ করুন।

মুর্শিদাবাদ জেলার কৃষি আধিকারিক কর্তৃক প্রচারিত

[মুর্শিদাবাদ জেলা তথ্য ও জনসংযোগ দপ্তর হইতে প্রেরিত]

ক্ষুদ্র/প্রান্তিক চাষী ও কৃষি শ্রমিক ভাইদের সংকর জাতের (Cross-Bred) বকন বাছুর উন্নত প্রণালীতে পালনের

সুবর্ণ সুযোগ

যে সকল চিহ্নিত ক্ষুদ্র/প্রান্তিক চাষী ও কৃষিশ্রমিক অর্থের অভাবে নিজেদের উন্নত জাতের সংকর বকন বাছুর প্রতিপালন করিতে পারিতেছেন না তাঁহারা যেন ঐ সুবর্ণ সুযোগ নিতে না ভুলেন। ৪ (চার) মাস হইতে ২৮ (আঠাশ) মাস বয়সের বকন বাছুরের মালিকেরা সুষম গো-খাদ্য কিছুটা ঋণ ও কিছুটা অনুদান হিসাবে পাইতে পারেন।

১। ক্ষুদ্র/প্রান্তিক চাষীরা সুষম গো-খাদ্যের দামের শতকরা ৫০ ভাগ ব্যাঙ্ক হইতে ঋণ হিসাবে এবং ৫০ ভাগ সরকারের অনুদান হিসাবে পাইবেন।

২। কৃষিশ্রমিক, তপশিল জাতি/উপজাতি চিহ্নিত হইলে শতকরা ৩৩⅓ ভাগ ব্যাঙ্ক হইতে ঋণ হিসাবে এবং ৬৬⅔ ভাগ সরকার হইতে অনুদান হিসাবে পাইবেন।

৩। ঋণের টাকা এখনই শোধ দিতে হইবে না, বকন বড় হওয়ার পর বাচ্চা দিলে দুধের দাম হইতে আসল ও সুদসহ ঋণ প্রত্যর্পণ করিতে পারা যাইবে।

৪। ঋণ দেওয়ার পূর্ব্বে বকনের জীবনবীমার ব্যবস্থা থাকায় কোন কারণে বকনের মৃত্যু হইলে বীমা অফিস হইতে পুনরায় বকন কেনার জন্য মৃত বকনের মালিকগণ টাকা পাইবেন।

যে সকল ক্ষুদ্র/প্রান্তিক চাষী ও কৃষিশ্রমিক ভাইদের সংকর জাতের বকন বাছুর আছে এবং তাঁহারা যদি এই সুযোগ লইতে ইচ্ছুক থাকেন তাহা হইলে নিয়মাবলীর জন্য নিকটবর্ত্তী গো-প্রজনন কেন্দ্রে, গো-প্রজনন উপকেন্দ্রে বা ভাগীরথী দুগ্ধ প্রকল্পের যে কোন সমিতিতে বা যে কোন পশুপালন অথবা যে কোন পশু চিকিৎসা অফিসে যোগাযোগ করুন।

স্বাঃ এস্ এম্ দাশগুপ্ত
উপ পশুপালন অধিকর্ত্তা
বিশেষ পশুপালন কর্ম্মসূচী
মুর্শিদাবাদ, পোঃ বহরমপুর

[মুর্শিদাবাদ জেলা তথ্য ও জনসংযোগ দপ্তর কর্ত্তৃক প্রচারিত]

১৮, ১৯, ২০ মারচ রঘুনাথগঞ্জ শহরে জঙ্গিপুর মহকুমা সংস্কৃতি মেলা

জঙ্গিপুর সংবাদ

(সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র)

১৯৫৬ সালের সংবাদ-পত্র রেজিস্ট্রেশন (কেন্দ্রীয়) আইনের ৮ ধারা অনুযায়ী মালিকানা ও অন্যান্য বিষয়ের বিবরণ :—

৪নং ফরম ১। যে স্থান হইতে প্রকাশিত হয়—"জঙ্গিপুর সংবাদ" কার্য্যালয়, পণ্ডিত-প্রেস, চাউলপটী পোঃ রঘুনাথগঞ্জ, জেলা মুর্শিদাবাদ (পঃ বঙ্গ) ২। প্রকাশের সময়-ব্যবধান—সাপ্তাহিক। ৩, ৪, ৫। মুদ্রাকর, প্রকাশক ও সম্পাদকের নাম—অনুত্তম পণ্ডিত, জাতি—ভারতীয় নাগরিক, বাসস্থান—চাউলপটী, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ, জেলা মুর্শিদাবাদ (পঃ বঙ্গ) ৬। এই সংবাদ-পত্রের স্বত্বাধিকারী অথবা যে সকল অংশীদার মূলধনের এক শতাংশের অধিক অংশের অধিকারী তাঁহাদের নাম ও ঠিকানা—স্বত্বাধিকারী—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত ও শ্রীঅমলকুমার পণ্ডিত, পণ্ডিত-প্রেস, চাউলপটী, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ, জেলা মুর্শিদাবাদ (পঃ বঙ্গ)।

আমি, অনুত্তম পণ্ডিত, এতদ্দ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে উপরোক্ত বিবরণসমূহ আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে সত্য।

স্বাঃ—অনুত্তম পণ্ডিত, প্রকাশক
রঘুনাথগঞ্জ, ১লা মার্চ, ১৯৭৮

Phone :- Farakka 24

ডাঃ এস, এ, তালেব

ডি এম এস

পোঃ ফরাক্কা ব্যারেজ, মুর্শিদাবাদ।

হোমিওপ্যাথি মতে যাবতীয় পুরাতন রোগের চিকিৎসা করা হয়।

১নং পাটনা বিড়ি, ১নং আজাদ বিড়ি
সিনিয়র রুস্তম বিড়ি

বঙ্গ আজাদ বিড়ি ফ্যাক্টরী

পোঃ ধুলিয়ান (মুর্শিদাবাদ)
সেলস্ অফিস : গৌহাটি ও তেজপুর
ফোন : ধুলিয়ান—২১

হিকো

ইলেকট্রিক মোটর ও
মোটর পাম্পসেট

ডিলার : **ঊষা হার্ডওয়ার ষ্টোর**
বাবুলবোনা রোড, বহরমপুর
মুর্শিদাবাদ

গণ কনভেনসন

(২য় পৃষ্ঠার পর)

প্রশাসনিক দুর্নীতি নিরসনে সরকারী পরিকল্পনা ও উদ্যোগকে সাফল্যমণ্ডিত করে তোলার জন্য রাজ্য সরকারী কর্মচারী সমিতিসমূহের কো-অর্ডিনেশন কমিটির পক্ষ থেকে যে ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করা হ'য়েছে তারই প্রাথমিক পর্যায় হিসেবে কো-অর্ডিনেশন কমিটির উদ্যোগে আয়োজিত এই গণ কনভেনসনের সাফল্য কামনা করে সভায় একটি সর্বসম্মত প্রস্তাব গৃহীত হয়। এ বি টি এ, এস এফ আই, কৃষক সভা, ষ্টেট ব্যাংক এমপ্লয়ীজ ফেডারেশন, সিটু প্রভৃতি গণসংগঠনগুলির পক্ষ থেকে বিভিন্ন বক্তা বক্তব্য রাখেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন নীরেন্দুকুমার রায়।

ডেপুটেশন ঃ ২৪ ফেব্রুয়ারী সাগরদীঘি ব্লক কংগ্রেস কমিটির পক্ষ থেকে অরাজকতা দমন, সামাবয়ং চা বাগানে হত্যাকাণ্ডের তদন্ত এবং জঙ্গিপুর সংবাদ প্রতিনিধিকে প্রহারের প্রতিবাদে সাগরদীঘি ব্লক অফিসে ডেপুটেশন দেওয়া হয় এবং ন্যায় বিচারের দাবি জানানো হয়।

অধ্যাপক কনভেনসন ঃ ১৯ ফেব্রুঃ বহরমপুর কে এন কলেজে মুর্শিদাবাদ জেলা কলেজ শিক্ষকদের কনভেনসন অনুষ্ঠিত হয়। কনভেনসনে জেলার কলেজগুলোর বিভিন্ন সমস্যা বিশেষ করে কান্দী রাজ কলেজ এবং ইউ নি টি সি-র বহুবিধ সমস্যার উল্লেখ করে বক্তব্য রাখা হয়।

পুষ্টি প্রকল্প উদ্বোধন ঃ রাজ্য শিক্ষা দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী আবদুল বারি ২১ ফেব্রুয়ারী গোপালপুর কুলবেরিয়া কাশীপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীদের পুষ্টি প্রকল্পের উদ্বোধন করেন।

—জেলা তথ্য

ক্যালকাটা সাইকেল ষ্টোর

(জগন্নাথের সাইকেলের দোকান)

ফুলতলা রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)

বাজার অপেক্ষা সুলভে সমস্ত প্রকার সাইকেল, রিক্সা স্পেয়ার পার্টস ক্রিয় ও মেরামতির নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

সবার প্রিয় চা—

চা ভাণ্ডার

রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাট
ফোন—১৬

আপনার গরুর জন্য সবুজ ঘাসের চাষ করুন

১। চাষীভাইরা জানেন কি যে আজ আপনাদের অনিচ্ছাকৃত অবহেলার জন্যই আপনাদের গো-সম্পদ অপুষ্টিজনিত রোগে ভুগছে? গরুর পুষ্টির জন্য সবুজ ঘাস খুবই প্রয়োজন। সবুজ ঘাসের অভাব আর অন্য কিছু দিয়ে পূরণ করা সম্ভব নয়। পূর্ব্বে গোচারণভূমি থেকে অনেকটা সবুজ ঘাসের অভাব পূরণ হত কিন্তু বর্তমান ক্রমবর্ধমান জনবৃদ্ধির ফলে গোচারণভূমি আর নাই। এখন একমাত্র উপায় উন্নত জাতের অধিক ফলনশীল সবুজ ঘাস নিজেদের উদ্বৃত্ত বা পতিত জমিতে চাষ করে নিজেদের গো-সম্পদকে রক্ষা করা। পশুপালন বিভাগের যে কোন অফিসে যোগাযোগ করলেই উন্নত জাতের সবুজ ঘাসের বীজ বিনামূল্যে বা স্বল্পমূল্যে পেতে পারেন।

প্রতিষেধক টীকা দিয়ে এবং কৃমির ঔষুধ খাইয়ে গো-সম্পদ রক্ষা করুন

২। অধিক ফলনশীল ধান বা গম চাষে যেমন কীটনাশক ঔষধ দিতে হয় তেমনি অধিক দুগ্ধ উৎপাদনকারী সংকর জাতের গরু-বাছুরকে মাঝে মাঝে কৃমিনাশক ঔষধ এবং রোগ প্রতিষেধক টীকা দিতে হয়। সেজন্য নিকটস্থ পশুচিকিৎসা কেন্দ্রে বা পশুপালন/গো প্রজনন কেন্দ্রে যোগাযোগ করুন।

স্বাঃ এস্ এম্ দাশগুপ্ত
উপ-পশুপালন অধিকর্তা, বিশেষ পশুপালন কর্মসূচী
মুর্শিদাবাদ, পোঃ বহরমপুর

[মুর্শিদাবাদ জেলা তথ্য ও জনসংযোগ দপ্তর কর্ত্তৃক প্রচারিত]

সংস্কৃতি মেলাকে সফল করে তোলার দায়িত্ব আমার আপনার সকলের

ভরতুকির টাকা বাকি

(১ম পৃষ্ঠার পর)

হয়নি, সীল ঠিক হয়নি ইত্যাদি) এ টাকা আর পাওয়া যাচ্ছে না। তিনি আরো জানান, সম্প্রতি সমিতির তরফ থেকে সস্তা দরে জনতা কাপড় বিক্রির অনুমতির জন্য দরখাস্ত করা হয়েছিল। কিন্তু রঘুনাথগঞ্জ ১নং ব্লকের সমবায় আধিকারিক সেটা নামঞ্জুর করায় ছাত্রছাত্রীরা সস্তায় কাপড়ের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছে। সরকারী অনুদান এবং কর্তৃপক্ষের সহযোগিতা পেলে এই ধরনের বিপণি ছাত্রছাত্রীদের সমাদর লাভে সক্ষম হয় বলে তিনি মনে করেন।

চরে ১৪৪ ধারা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

খতিয়ে দেখার জন্য সমীক্ষা চলছে। তদন্তকালে উদ্বাস্তুদের কাছ থেকে কিছু রেকরড পাওয়া গিয়েছিল যাতে কয়েক বছরের জন্য বন্দোবস্তের উল্লেখ ছিল। পরে সেই জমি আবার জলের তলায় চলে যায়। এখন আবার উঠেছে কিন্তু বন্দোবস্ত শেষ হয়ে যাবার পর নতুন করে বন্দোবস্ত দেওয়া হয়নি। কাগজপত্র আছে মালদহে। মুর্শিদাবাদের অতিরিক্ত জেলা শাসক সেগুলি আনিয়ে পরীক্ষা করার ব্যবস্থা করছেন। যদি দেখা যায় সত্যিই জমি জবরদখল করা হয়েছে তবে সেগুলি ব্যক্তিমালিকানায় থাকলে মামলা করবেন ব্যক্তিবিশেষ; খাস হলে সরকার। আপাততঃ ওই জমির ওপর যাতে কোন রকম নির্মাণ কাজ না চলে তার জন্য ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছে।

সমবায় আন্দোলন

(১ম পৃষ্ঠার পর)

অনুপযোগী জমিতে তরকারী চাষে উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে। প্রথম পর্যায়ে মিঠিপুরে কলা চাষ প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে। ফিল্ড অফিসার বিধান দাশ জানান, মিঠিপুরের মাটি কলা চাষের উপযোগী এবং বাজার কাছে হওয়ায় মিঠিপুরকে কলা চাষের উপযুক্ত জায়গা হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছে। চুঁচুড়া থেকে রোবাষ্টা এবং জায়াণ্ট গভরণর জাতের কলার চারা এনে চাষ করা হয়েছে এবং আশাতীত ফল পাওয়া গিয়েছে।

স্কুলে স্কুলে ঠাণ্ডা লড়াই

(১ম পৃষ্ঠার পর)

দুটি একসঙ্গে চলতে থাকে। অনুমোদন, সীল প্রভৃতি পৃথক হলেও একই জায়গায় ক্লাস চলছিল। এবার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় আবার আগের অবস্থায় ফিরে যেতে হবে এবং গিরিয়া স্কুলকে চলে যেতে হবে নিজের জায়গায়। ২৮ ফেব্রুয়ারীর মধ্যে না গেলে স্কুল তালা ঝুলিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্তও নেওয়া হয়। সুখের বিষয় তালা ঝুলানো হয়নি, তবে ছুট দেওয়া হয়েছে। আজ এক সভায় মিলিত হয়ে গিরিয়া স্কুল মিঠিপুর স্কুলের কাছে আরো দশের দিন সময় চেয়েছে বলে জানা গেছে।

একশো সাড়ে চার বছরে

রঘুনাথগঞ্জ থানার মিঠিপুর গ্রামের উমাশশী দাসী একশো সাড়ে চার বছর বয়সে সম্প্রতি পরলোকগমন করেছেন। মৃত্যুর আগে পর্যন্ত তাঁর চোখের দৃষ্টি স্বচ্ছ ছিল।

রাস্তার আলো সম্পর্কে পুরসভার বক্তব্য

নিজস্ব সংবাদদাতা : ১৫ ফেব্রুয়ারীর জঙ্গিপুর সংবাদে 'রাস্তায় আলো না দিলে পুরকর বন্ধ' শিরোনামায় প্রকাশিত সংবাদের পরিপ্রেক্ষিতে পুরসভার পুরপতি ডাঃ গৌরীপতি চট্টোপাধ্যায় ২৮ ফেব্রুয়ারী তারিখের ৮৮২/১৭ নম্বর চিঠিতে জানিয়েছেন, পুর এলাকায় বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবস্থা রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ থেকে করা হয়েছিল। এখনও পর্ষদই আলোর ব্যবস্থা করতে পারেন। পুরসভার পক্ষ থেকে আলোর ব্যবস্থা করা পুরসভার বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে অসম্ভব এবং ব্যয়সাধ্য। তবে পর্ষদ যদি আলোর ব্যবস্থা করেন তাহলে নিয়ম অনুযায়ী পোলে বাল্ব দেওয়ার ব্যবস্থা পুর কর্তৃপক্ষ করবেন। অপরদিকে বৈদ্যুতিক আলোবিহীন এলাকায় কেরোসিন বাতি জ্বালানো হচ্ছিল। পুরসভা প্রায় এক বছর আগে পর্যন্ত মাসিক বরাদ্দের ৪০০ লিটার করে কেরোসিন তেল নিয়মিত পেয়ে আসছিলেন। কোনদিন কোন অভাব হয়নি। কিন্তু কোন অজ্ঞাত কারণে প্রায় এক বছর হতে চলল, সেটাও আর পাওয়া যাচ্ছে না। মহকুমা খাদ্য ও সরবরাহ নিয়ামক, মহকুমা শাসক এবং জেলা শাসককে একাধিক চিঠি দিয়েও কোন সুরাহা হয়নি। খোলা বাজারে কেরোসিন পাওয়া যায় না—এই অবস্থায় পুরসভা আলোবিহীন এলাকায় অন্ততঃ কেরোসিন বাতির ব্যবস্থা কি করে করবেন? এর পরেও যদি কর না দেওয়া হয় তবে ব্যক্তিগতভাবে ক্ষতি কারও হবে না; কিন্তু পুর আইনের বিধান অনুসারে বকেয়া পুরকর আদায়ের ব্যবস্থা পুরসভা গ্রহণ করবেন।

শোক সংবাদ

জঙ্গিপুর আদালতের আইনজীবী (রেলওয়ে প্লিডার) রাধাগোবিন্দ সংকার ২৫ ফেব্রুয়ারী তাঁর রঘুনাথগঞ্জের বাড়িতে ৮৭ বছর বয়সে পরলোকগমন করেছেন। তিনি ছিলেন নিঃসন্তান।

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত-প্রেস হইতে
অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।